اَلرَّقِيْبُ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৪৪ তম নাম 'الرَّقِيْبُ' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'الرَّقِيْبُ' শব্দের মূল ب - ق - ر , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৪ বার এসেছে। দাস, পর্যবেক্ষক, পাহারা দেয়া, রাখে না আত্মীয়তার বন্ধন, তত্ত্বাবধানকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الرَّقِيْبُ অর্থ: 'তিনি তত্ত্বাবধানকারী'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يٰأَيُّهَا اَلنَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ اَلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاَتَّقُواْ اَللهَ اَلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاَلأَرْحَامَ إِنَّ اَللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴿١﴾

হে মানুষ! তোমরা সচেতন ও কর্তব্যপরায়ন হও তোমাদের রবের প্রতি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র ব্যক্তি (আদম) থেকে। আর তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী (হাওয়া) কে। অতঃপর তাদের দু'জন থেকে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা ভয় করো আল্লাহকে, যার দোহাই দিয়ে তোমরা তোমাদের অধিকার দাবী করো। আর সতর্ক হও রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তত্ত্বাবধানকারী। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ১)**

ঈসা আ: কে আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবেন: তুমি কি মানুষকে বলেছিলে, আল্লাহ ছাড়াও আমাকে ও আমার মাকে দু'জন ইলাহ (উপাস্য) হিসেবে গ্রহণ করো? ঈসা বলবেন: তুমি যা আদেশ করেছো তাছাড়া আমি কিছুই বলিনি এবং তা হলো, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর। তারপর ঈসা বলবেন -

وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম। আর যখন তুমি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছো তখন তো তুমিই ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক আর তুমি সব বিষয়ে সাক্ষী। **(সূরা আল মায়েদা: আয়াত নং ১১৭)**

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা: এর একটা ঘটনা :

হযরত ওমর রা: একদিন এক মেষপালককে বললেন: তুমি একটা মেষ আমার কাছে বিক্রি করবে? মেষপালক বললো আমি মেষগুলোর মালিক নই। ওমর রা: তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন: তুমি তোমার মনিবকে বলবে: একটি মেষ নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। মেষপালক ওমর রা: এর দিকে তাকিয়ে বললো: আমি তাঁকে অর্থাৎ আল্লাহকে কি বলবো? ওমর রা: কেঁদে দিলেন এবং বললেন: আল্লাহর কসম! তুমিই সঠিক, তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) কি বলবে?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ আল্লাহ পর্যবেক্ষণ করছেন। সুতরাং আমরা তাঁর ও রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক, কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত করি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ, শিরক কঠিন পাপ কাজ, আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।